পিতরের দ্বিতীয় পত্র

১ যীশুখ্রীষ্টের দাস ও প্রেরিতদূত আমি, সিমোন পিতর, যারা আমাদের ঈশ্বরের ও ত্রাণকর্তা
যীশুখ্রীষ্টের ধর্মময়তার মধ্য দিয়ে আমাদের সঙ্গে একই মহামূল্যবান বিশ্বাস পেয়েছে, তাদের
সমীপে: ২ ঈশ্বর এবং আমাদের প্রভু যীশু সংক্রান্ত পূর্ণ জ্ঞানলাভে অনুগ্রহ ও শান্তি প্রচুর মাত্রায়
তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

খ্রীষ্টীয় আহ্বান

৩ তাঁর ঐশপরাক্রম গুণে তিনি আমাদের জীবন ও ভক্তি সংক্রান্ত সমস্ত কিছুই দান করেছেন; তা
করেছেন তাঁরই বিষয়ে আমাদের জ্ঞানলাভ দ্বারা, যিনি আপন গৌরব ও মাহাত্ম্যে আমাদের আহ্বান
করেছেন। ৪ এ দ্বারাই তাঁর মহামূল্যবান ও সুমহান যত প্রতিশ্রুতি আমাদের দান করা হয়েছে,
উচ্ছৃঙ্খল দুর্মতির কারণে জগতে উপস্থিত সেই অবক্ষয় এড়িয়ে তোমরা যেন তোমাদের পাওয়া সেই
প্রতিশ্রুতি দ্বারা ঐশস্বরূপের সহভাগী হয়ে উঠতে পার। ৫ এজন্যই তোমরা তোমাদের বিশ্বাসের
সঙ্গে সচ্চরিত্রতা, সচ্চরিত্রতার সঙ্গে সদ্‌জ্ঞান, ৬ সদ্‌জ্ঞানের সঙ্গে আত্মসংযম, আত্মসংযমের সঙ্গে
নিষ্ঠা, নিষ্ঠার সঙ্গে ভক্তি, ৭ ভক্তির সঙ্গে ভ্রাতৃপ্রেম, ও ভ্রাতৃপ্রেমের সঙ্গে ভালবাসা যুক্ত করার আপ্রাণ
চেষ্টা কর। ৮ এই সমস্ত সদ্‌গুণ যদি তোমাদের অন্তরে থাকে ও উপচে পড়ে, তবে এগুলো আমাদের
প্রভু যীশুখ্রীষ্ট সংক্রান্ত পূর্ণ জ্ঞানলাভের উদ্দেশে তোমাদের অলস ও নিষ্ফল রাখবে না। ৯ কিন্তু এই
সমস্ত কিছু যার নেই, সে অন্ধ, ও তার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ; সে ভুলেই গেছে যে, তার প্রাচীন সমস্ত পাপ
থেকে তাকে পরিশুদ্ধ করা হয়েছে। ১০ সুতরাং ভাই, তোমাদের তেমন আহ্বান ও মনোনয়ন
উত্তরোত্তর সুদৃঢ় করার জন্য আরও বেশি সচেষ্ট থাক; তেমন চেষ্টা করলে তোমাদের কখনও
হোঁচট খেতে হবে না, ১১ কেননা এভাবে চললেই তোমাদের দেওয়া হবে আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা
যীশুখ্রীষ্টের চিরন্তন রাজ্যে প্রবেশ করার পূর্ণ অধিকার।

প্রেরিতদূত ও নবীদের বাণীর প্রতি বিশ্বস্ততা

১২ এজন্য তোমরা যদিও এই সমস্ত কিছু জান এবং তোমাদের পাওয়া সত্যে সুস্থিরও আছ, আমি
তোমাদের কাছে এই সমস্ত কথা সবসময় মনে করিয়ে দিয়ে যাব। ১৩ আর আমি মনে করি, যতদিন
এই তাঁবুতে থাকি, ততদিন ধরে এই সমস্ত কথা মনে করিয়ে দিয়ে তোমাদের সজাগ রাখা আমার
কর্তব্য, ১৪ একথা জেনে যে, আমাকে শীঘ্রই এই তাঁবু ত্যাগ করতে হবে—কথাটা আমাদের প্রভু
যীশুখ্রীষ্টই আমাকে জানিয়েছেন। ১৫ আর আমি এমন চেষ্টা করব, যেন আমার চলে যাওয়ার পরেও
তোমরা এই সমস্ত কথা সবসময় মনে রাখতে পার।

১৬ কারণ নিপুণভাবে কল্পিত রূপকথার অনুসারী হয়ে আমরা আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের পরাক্রম
ও আগমনের কথা তোমাদের জানিয়েছিলাম এমন নয়; আমরা বরং নিজেদের চোখেই তাঁর মাহাত্ম্য
প্রত্যক্ষ করেছিলাম। ১৭ বস্তুত তিনি পিতা ঈশ্বর থেকে সম্মান ও গৌরব পেয়েছিলেন, যখন সেই
ঐশমহিমময় গৌরব দ্বারা তাঁর কাছে এই কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছিল: *ইনি আমার পুত্র, আমার
প্রিয়তম, এঁতে আমি প্রসন্ন।* ১৮ স্বর্গ থেকে নেমে আসা সেই কণ্ঠ আমরাই শুনেছিলাম, যখন তাঁর
সঙ্গে সেই পবিত্র পর্বতে ছিলাম।

১৯ তাছাড়া নবীদের বাণীও আমাদের আছে, আর সেই বাণী অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত; তোমরা ঠিকই
করবে যদি সেই বাণীর প্রতি, যা অন্ধকার স্থানে জ্বলন্ত প্রদীপেরই মত, মনোযোগী থাক—যতক্ষণ
না দিনের আলো ফুটে ওঠে এবং তোমাদের অন্তরে প্রভাতী তারা উদিত না হয়। ২০ সর্বপ্রথমে
একথা জেনে রাখ যে, শাস্ত্রের কোন নবীয় বাণী ব্যক্তিবিশেষের ব্যাখ্যার বিষয় নয়, ২১ কারণ নবীয়
বাণী মানুষের ইচ্ছাক্রমে কখনও উপনীত হয়নি, বরং পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হয়েই সেই সকল
মানুষ ঈশ্বরের পক্ষ থেকে কথা বললেন।

নকল শিক্ষাগুরু

২ জনগণের মধ্যে নকল নবীরাও ছিল; তেমনি ভাবে তোমাদের মধ্যেও নকল শিক্ষাগুরু থাকবে,
যারা তোমাদের মধ্যে গোপনে গোপনে সর্বনাশী ভ্রান্তমত অনুপ্রবেশ করাবে, এবং তাদের মুক্তির
জন্য যিনি মূল্য দিয়েছেন, সেই অধিপতিকে অস্বীকার করে নিজেদের উপরে দ্রুত বিনাশ ডেকে
আনবে। ২ অনেকে তাদের যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার দৃষ্টান্তের অনুগামী হবে, আর তাদের কারণে সত্যের
পথ নিন্দার বিষয় হয়ে উঠবে। ৩ অর্থের লোভে তারা মিথ্যা গল্প শুনিয়ে তোমাদের শোষণ করবে;
কিন্তু যে বিচারদণ্ড বহুদিন থেকে তাদের জন্য নিরূপিত হয়ে আছে, তা নিষ্ক্রিয় থাকছে না, তাদের
বিনাশও ওত পেতে রয়েছে।

৪ কেননা ঈশ্বর, যে স্বর্গদূতেরা পাপে পতিত হয়েছিল, তাদের রেহাই না দিয়ে বরং নরকেই ঠেলে
দিয়ে বিচারের জন্য তাদের সংরক্ষিত হবার জন্য সেই অন্ধকারময় গহ্বরের মধ্যে ফেলে রাখলেন।
৫ প্রাচীন জগৎকেও তিনি রেহাই দেননি; কিন্তু ভক্তিহীনদের জগতে জলপ্লাবন আনার সময়ে তিনি
তবু অন্য সাতজনের সঙ্গে নোয়াকে রক্ষা করলেন। ৬ আর ভাবীকালের ভক্তিহীনদের জন্য
দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি সদোম ও গমোরা নগর দু'টোকে ধ্বংসদণ্ডে দণ্ডিত করে ছাই করে দিলেন; ৭
কিন্তু সেই ধার্মিক লোটকে নিস্তার করলেন, কেননা তিনি সেই ধর্মহীনদের নীতিহীন ব্যবহারে
অবসন্ন হয়েছিলেন। ৮ বস্তুত সেই ধার্মিক মানুষ তাদের মধ্যে বাস করার সময়ে যত জঘন্য কর্ম
দেখতেন ও শুনতেন, তার জন্য নিজের ধর্মশীল প্রাণে প্রতিদিন বড় কষ্ট পেতেন। ৯ হ্যাঁ, প্রভু
ভক্তপ্রাণকে পরীক্ষা থেকে নিস্তার করতে ও ধর্মহীনকে বিচারের দিনের দণ্ডের জন্য নিজ হাতে
রাখতে জানেন—১০ বিশেষ করে তাদেরই নিজ হাতে রাখবেন, যারা অশুচি দুর্মতিতে সায় দিয়ে
দেহের পিছনে চলে ও তাঁর প্রভুত্ব অবজ্ঞা করে।

দুঃসাহসী ও দাম্ভিক তেমন মানুষেরা, গৌরবের পাত্র ছিল যারা, তাদের নিন্দা করতে ভয় করে
না, ১১ অথচ স্বর্গদূতেরা শক্তিতে ও পরাক্রমে মহত্তর হলেও তবু প্রভুর সাক্ষাতে তাঁরাও তাঁদের
বিরুদ্ধে নিন্দাজনক কোন অভিযোগ উপস্থিত করেন না। ১২ কিন্তু এরা, এমন বুদ্ধিহীন প্রাণীর মত
যেগুলো ধরা পড়ে নিহত হবার জন্যই জন্মায়, এরা যা বোঝে না তা নিন্দা করতে করতে তাদের
নিজেদের অবক্ষয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে; ১৩ তাদের অন্যায়ের মজুরি ব'লে তাদের সেই অন্যায় ভোগ
করতে হবে। তারা একদিনের আমোদপ্রমোদকে সুখ মনে করে; তারা সবই কলঙ্ক, সবই কলুষ;
তোমাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতে করতে নিজেদের ফন্দি-ফিকিরে আনন্দ পায়। ১৪ তাদের চোখ
ব্যভিচারে ভরা, পাপ করায় কখনও তৃপ্ত হয় না; অস্থির মতিগতির মানুষকে ভোলায়; তাদের হৃদয়
অর্থলালসায় অভ্যস্ত—তারা অভিশাপের সন্তান! ১৫ সোজা পথ ত্যাগ করে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে,

কেননা সেই বেয়োরের সন্তান বালায়ামের পথ ধরেছে, যে অন্যায়ের মজুরি ভালবাসল, [১৬] কিন্তু তার
নিজের শঠতার জন্য তিরস্কারও পেল: বোবা একটা গাধা মানুষের গলায় কথা ব'লে নবীর
নির্বুদ্ধিতায় বাধা দিয়েছিল। [১৭] এই লোকেরা জলহীন উৎসের মত, ঝড়ো বাতাসে চালিত কুয়াশার
মত: তাদের জন্য ঘোরতম অন্ধকার সঞ্চিত রয়েছে। [১৮] কারণ তারা অসার বড় বড় কথা শুনিয়ে
দেহের যৌন-উচ্ছৃঙ্খল কামনা-বাসনার মধ্য দিয়ে তাদেরই ভোলায়, যারা সম্প্রতিই মাত্র ভ্রান্তমতের
লোকদের কাছ থেকে পালিয়ে আসছে। [১৯] তারা তাদের কাছে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেয়, অথচ
নিজেরাই অবক্ষয়ের ক্রীতদাস; কেননা যে যা দ্বারা বশীভূত, সে তারই ক্রীতদাস।

[২০] আর আসলে, আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্ট সংক্রান্ত পূর্ণ জ্ঞানলাভের মধ্য দিয়ে জগতের
অশুচিতা এড়াবার পর তারা যদি পুনরায় তার জালে জড়িয়ে প'ড়ে বশীভূত হয়, তবে তাদের প্রথম
দশার চেয়ে শেষ দশা আরও বেশি শোচনীয় হয়ে পড়ে। [২১] ধর্মময়তার পথ জানবার পর, তাদের
কাছে সম্প্রদান-করা সেই পবিত্র আজ্ঞা থেকে সরে যাওয়ার চেয়ে সেই পথ অজানা থাকাই বরং
তাদের পক্ষে আরও ভাল হত। [২২] তাদের ক্ষেত্রে এই প্রবাদের যথার্থতা একেবারে প্রমাণসিদ্ধ
হয়েছে: *কুকুর ফিরে গেল তার নিজের বমির দিকে;* আর স্নান-করানো শূকর ফিরে গেল কাদায়
গড়াগড়ি দিতে।

প্রভুর দিন আসতে আর দেরি নেই

৩ প্রিয়জনেরা, তোমাদের কাছে এ আমার দ্বিতীয় পত্র। এই দুই পত্রে আমি কিছু কিছু স্মরণ করিয়ে
দিয়ে তোমাদের সদ্বিবেচনা জাগিয়ে তুলতে অভিপ্রেত, [২] পবিত্র নবীরা আগে থেকে যা কিছু
বলেছিলেন, তোমরা যেন তাঁদের সেই সকল কথা স্মরণে রাখ, এবং ত্রাণকর্তা প্রভুর সেই আজ্ঞাও
স্মরণে রাখ, যা প্রেরিতদূতেরা তোমাদের কাছে সম্প্রদান করেছিলেন। [৩] সর্বপ্রথমে তোমাদের একথা
জানতে হবে যে, অন্তিমকালের সেই দিনগুলিতে এমন দাম্ভিক বিদ্রূপকারী মানুষেরা আসবে, যারা
তাদের নিজেদের দুর্মতি অনুসারে চলবে; [৪] তারা বলবে, 'তাঁর আগমনের প্রতিশ্রুতি কোথায়? যে
দিন থেকে আমাদের পিতৃপুরুষেরা নিদ্রাগত হয়েছেন, সেই দিন থেকে সৃষ্টির আরম্ভের দিনের মতই
সমস্ত কিছু রয়েছে।' [৫] কিন্তু তেমন লোকেরা ইচ্ছাকৃত ভাবেই একথা ভুলে যায় যে, আকাশমণ্ডল ও
পৃথিবী বহুদিন থেকেই ছিল, দু'টোই জলের মধ্য থেকে ও জলের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের বাণী গুণেই
গঠিত হয়েছিল; [৬] এবং সেই একই মাধ্যম দ্বারা তখনকার জগৎ জলে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস
হয়েছিল। [৭] সেই একই বাণী গুণেই এখনকার আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী আগুনের জন্য রাখা হচ্ছে—
ভক্তিহীন যত মানুষের বিচার ও বিনাশের দিন পর্যন্তই রাখা হচ্ছে।

[৮] প্রিয়জনেরা, তোমরা কিন্তু এই এক কথা কখনও বিস্মৃত হয়ো না যে, প্রভুর কাছে একটি দিন
হাজার বছরেরই সমান, এবং হাজার বছর একটি দিনেরই সমান। [৯] প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে প্রভু দেরি
করেন না—যদিও কেউ কেউ মনে করে, তিনি দেরি করছেন। আসলে তোমাদের প্রতি তিনি
অসীম সহিষ্ণুতা দেখাচ্ছেন: কেননা তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছা এই নয় যে, কেউ বিনষ্ট হবে, বরং সকলে
যেন মনপরিবর্তন করার একটা সুযোগ পায়। [১০] প্রভুর দিন চোরের মত আসবে; তখন
আকাশমণ্ডল প্রচণ্ড হুহুঙ্কারে মিলিয়ে যাবে, যত মৌল উপাদান পুড়ে গিয়ে বিলীন হবে, এবং পৃথিবী
ও তার যত কর্ম বিচারিত হবে।

[11] যখন এই সমস্ত কিছু এইভাবে বিলীন হওয়ার কথা, তখন তোমাদের পক্ষে পবিত্র আচার-ব্যবহারে ও ভক্তিতে কী ধরনের মানুষই না হওয়া উচিত! [12] তোমরা ঈশ্বরের সেই দিনের আগমনের প্রতীক্ষা কর! সেই দিনের আগমন ত্বরান্বিত করতে চেষ্টা কর! সেই দিনটিতে আকাশমণ্ডল জ্বলে উঠে বিলীন হবে, এবং মৌল যত উপাদান পুড়ে গিয়ে গলে যাবে। [13] তাছাড়া, তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমরা এমন *এক নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবীর* প্রতীক্ষায় রয়েছি, যেখানে ধর্মময়তা নিত্যই বসবাস করে।

জাগ্রত থাকা প্রয়োজন

[14] এজন্য, প্রিয়জনেরা, তোমরা যখন এসব কিছুর প্রতীক্ষায় রয়েছ, তখন তাঁর সম্মুখে নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দনীয় হয়ে, শান্তিতে দাঁড়াবার জন্য সচেষ্ট থাক। [15] আমাদের প্রভুর সেই অসীম সহিষ্ণুতাকে তোমরা পরিত্রাণ বলে মনে কর, যেমন আমাদের প্রিয় ভাই পলও তাঁর দেওয়া প্রজ্ঞা অনুসারে তোমাদের কাছে লিখেছেন: [16] তাঁর সকল পত্রে এপ্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি একথা বলে থাকেন; তাঁর পত্রগুলিতে এমন কিছু কিছু কথা রয়েছে যা বোঝা কষ্টকর বটে; এবং জ্ঞান নেই, স্থিরতাও নেই, এমন মানুষেরা যেমন অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের কথার অর্থ বিকৃত করে, তেমনি তাঁর বক্তব্যের অর্থও বিকৃত করে—কিন্তু তাদের নিজেদের সর্বনাশের উদ্দেশে।

[17] সুতরাং, প্রিয়জনেরা, তোমরা এই সবকিছু আগে থেকে জেনে সাবধান থাক, পাছে ধর্মহীনদের ভুলভ্রান্তির স্রোতে ভেসে গিয়ে তোমরা নিজেদের স্থিরতা থেকে সরে পড়; [18] তোমরা বরং আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও জ্ঞানলাভে বৃদ্ধিশীল হও। গৌরব তাঁরই—এখন ও অন্তিমকাল পর্যন্ত! আমেন।